بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আঁ হযরত (সা.) এর মহান মর্যাদা সসম্পন্ন বদরী সাহাবা কেরাম রেজওয়ানুল্লাহ্ আলাইহিম আজমাইনদের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ২৮ ডিসেম্বর ২০১৮-এর খোতবা জুমা এর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:

আজ যেসব বদরী সাহাবীর কথা আমি উল্লেখ করব তাদের মাঝে প্রথম নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আর রবি আনসারীর। উকবার দ্বিতীয় বয়আতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। বদর, ওহুদ এবং মু'তার যুদ্ধে তার অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছে। মু'তার যুদ্ধে তিনি শাহাদতের মর্যাদা পেয়েছেন।

দ্বিতীয় সাহাবী হলেন হযরত আতিয়া বিন নুয়ায়রা। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তার সম্পর্কে এতটাই তথ্য রয়েছে, অর্থাৎ তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

এরপর রয়েছেন হযরত সাহল বিন কায়েস। তার মায়ের নাম ছিল নায়েলা বিনতে সালামা। প্রসিদ্ধ কবি কাব বিন মালেকের তিনি চাচাতো ভাই ছিলেন। সাহল বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আর ওহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। মহানবী (সা.) প্রত্যেক বছর ওহুদের শহীদদের কবর যিয়ারতের জন্য যেতেন। মহানবী (সা.) বলতেন, **'লাইতা আন্নি উদিরতু মা আসহাবিল জাবাল'**। অর্থাৎ হায় আমি যদি এই পাহাড়বাসীদের সাথি হতে পারতাম। অর্থাৎ আমিও যদি এই শাহাদতের মর্যাদা পেতাম।

একবার মহানবী (সা.) হযরত মুসআব বিন উমায়েরের কবরের পাশ দিয়ে যান। সেখানে দাঁড়িয়ে দোয়া করেন। আর এই আয়াত তিলাওয়াত করেন যে,

مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ رِجَالٌ صَدَقُوۡا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَیۡهِ ۚ فَمِنۡهُمۡ مَّنۡ قَضٰی نَحۡبَهٗ وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ یَّنۡتَظِرُ ۫ وَمَا بَدَّلُوۡا تَبۡدِیۡلًا ○ (الاحزاب:24)

অর্থাৎ মুমিনদের মাঝে এমন সুপুরুষও রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র সাথে যে অঙ্গীকার করেছে তা পূর্ণ করে দেখিয়েছে, অতএব তাদের মাঝে এমন লোকও রয়েছে যে নিজের মানত পূর্ণ করেছে। আর তাদের মাঝে এমনও আছে যারা অপেক্ষায় আছে। আর তারা নিজেদের কর্মপন্থায় আদৌ কোন পরিবর্তন আনে নি। এরপর তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কেয়ামত দিবসে তারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে শহীদ গন্য হবে। তোমরা তাদের কাছে এসো, তাদের (কবর) যিয়ারত করো এবং তাদেরকে শান্তির সম্ভাষণ প্রেরণ করো। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, কেয়ামত পর্যন্ত যে-ই তাদেরকে সালাম পৌঁছাবে, তারা তাকে উত্তর দিবেন। মহানবী (সা.) এর সাহাবীরা এখানে আসতেন আর তাদের জন্য দোয়া করতেন এবং তাদেরকে সালাম পৌঁছা তেন। হযরত সাহল বিন কায়েসের বোন হযরত সোখতা এবং হযরত উমরা-ওমহানবী (সা.) এর প্রতি ঈমান এনেছেনএবং তাঁর হাতে বয়আতের কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত হয়েছেন।

পরবর্তী সাহাবী হলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হুমাইয়ের আলআশজায়ী। তিনি তার ভাই হযরত খারেজার সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আর তিনি ওহুদের যুদ্ধেও যোগদান করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হুমাইয়ের সেই কয়েকজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা ওহুদের যুদ্ধে আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরের সাথে গিরিপথে দায়িত্ব পালনে অটল ছিলেন। বাকি সাহাবীরা মুসলমানদের বিজয় দেখে যখন অন্যান্য সাহাবীদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য নীচে নেমে যাচ্ছিলেন তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হুমাইয়ের তাদেরকে বুঝানোর জন্য দণ্ডায়মান হন। তিনি প্রথমে খোদা তা'লার প্রশংসাকীর্তণ করেন,আল্লাহ্‌তা'লা এবং মহানবী (সা.) এর আনুগত্য করার নসীহত করেন। কিন্তু তারা তার কথা মানেনি এবং চলে যায়। আর আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরের সাথে গিরিপথে দশ জনের অধিক কেউ ছিল না।

ইত্যবসরে খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং ইকরামা বিন আবু জাহল গিরিপথ খালি দেখে যে কয়েকজন সাহাবী সেখানে ছিলেন তাদের ওপর হামলা করে বসে। এই ছোট্ট জামাতটি তাদেরকে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করে, কিন্তু তারা তাদের কাছে পৌঁছে যায় আর নিমিষেই তাদের সবাইকে শহীদ করে।

এর বিস্তারিত বিবরণ সীরাত খাতামান্নাবিঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন। ওহুদের ঘটনা বর্ণনায় তিনি লিখেন যে, মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে অগ্রসর হন এবং ওহুদের পাদদেশে এমনভাবে অবস্থান গ্রহণ করেন যে, ওহুদ পাহাড় ছিল মুসলমানদের পেছনে আর মদিনা যেন সামনে থাকল। এভাবে পিছনের দিক থেকে মুসলমান বাহিনীকে তিনি নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা নিলেন। পেছনের পাহাড়ে একটি গিরিপথ ছিল, যেদিক থেকে হামলা হওয়া সম্ভব ছিল। এর নিরাপত্তার জন্য তিনি এই ব্যবস্থা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরের নেতৃত্বে ৫০ জন তিরন্দাজ সাহাবী তিনি মোতায়েন করেন। আর তাদেরকে তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দেন যে, যা-ই হোক না কেন তারা যেন সেই জায়গা পরিত্যাগ না করে আর শত্রুর ওপর তির নিক্ষেপ করা অব্যাহত রাখে। এই গিরিপথের নিরাপত্তার বিষয়ে তিনি এতটা সচেতন ছিলেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরকে বারবার বলেন যে, দেখ এই গিরিপথ যেন কোন মূল্যেই খালি না থাকে। এমনকি যদি তোমরা দেখ যে, আমরা জয়যু ক্ত হয়েছি আর শত্রু পশ্চাৎপদ হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে তবুও তোমরা সেই জায়গা পরিত্যাগ করবে না। আর যদি তোমরা দেখ যে, মুসলমানরা পরাজিত হয়েছে আর শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হয়েছে তাহলেও তোমরা এই জায়গা ছাড়বে না। একটি রেওয়ায়েতে এই শব্দও রয়েছে যে, যদি তোমরা দেখ, পাখিরা আমাদের লাশ ছিড়ে ছিড়ে খাচ্ছে তাহলেও তোমরা এই স্থান থেকে সরবে না। যতক্ষণ না তোমাদেরকে এখান থেকে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। অর্থাৎ যতক্ষণ মহানবী (সা.) এর পক্ষ থেকে নির্দেশ না আসে। এভাবে নিজেদের পশ্চাৎ দিককে সুরক্ষিত করে তিনি ইসলামী বাহিনীকে সারিবদ্ধ করেন। আর বিভিন্ন দলের পৃথক পৃথক আমীর নিযুক্ত করেন। আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরের সাথিরা যখন দেখলো যে, এখন আমাদের জয় হয়েছে, তখন তারা তাদের আমীর আব্দুল্লাহ্‌কে বললো, এখন তো বিজয় হস্তগত হয়ে গেছে, মুসলমানরা গনিমতের মাল সংগ্রহ করছে। আপনি আমাদেরকে সৈন্যবাহিনীর সাথে গিয়ে যোগ দেয়ার অনুমতি দিন। আব্দুল্লাহ্ তাদেরকে বারণ করেন এবং মহানবী (সা.) এর তাকিদপূর্ণ নসীহতের কথা স্মরণ করান। কিন্তু তারা বিজয় উল্লাসে মেতে পড়ছিল। তাই তারা বিরত হয়নি,আর এই কথা বলতে বলতে নীচে নেমে যায় যে, রসূলুল্লাহ্(সা.) এর কথার অর্থ শুধু এটি ছিল যে, যতক্ষণ শতভাগ নিশ্চয়তা লাভ না হবে গিরিপথ যেন (প্রহরা)শূন্য না থাকে। এখন যেহেতু বিজয় হস্তগত হয়ে গেছে তাই গেলে কোন অসুবিধা নেই। আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের এবং তার ৫/৭জন সাথি ছাড়া আর কেউ গিরিপথের সুরক্ষার জন্য ছিল না। খালিদ বিন ওয়ালিদের সেনদৃষ্টি দূর থেকে গিরিপথের ওপর পড়ে এবং ময়দান খালি পায়। তখন তিনি তার অশ্বারোহী বাহিনীকে দ্রুত একত্রিত করে তাৎক্ষনিকভাবে গিরিপথের অভিমুখে অগ্রসর হন। তার পিছনে ইকরামা বিন আবু জাহলও বাকি সৈন্যদেরকে নিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে সেখানে পৌঁছে। আর এই উভয় দল আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের এবং তার সাথিদেরকে এক নিমিষেই শহীদ করে ইসলামী বাহিনীর পশ্চাৎ দিকে আকস্মিক হামলা করে।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে হযরত উবায়েদ বিন অউস আনসারীর। তার পিতার নাম হলো অউস বিন মালেক। হযরত উবায়েদ বিন অউস বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বদরের যুদ্ধে তিনি আকিল বিন আবি তালেবকে বন্দি করেন। একইভাবে বলা হয় যে, তিনি হযরত আব্বাস এবং হযরত নউফেলকেও গ্রেপ্তার করেন। তিন জনকে রশিতে বেঁধে তিনি যখন মহানবী (সা.) এর কাছে উপস্থিত হন, তখন তিনি (সা.) বলেন, **'লাকাদ আআনাকা আলায়হিম মালাকুন করিম'**। অর্থাৎ নিশ্চয় এ বিষয়ে এক সম্মানিত ফেরেশতা তোমার সাহায্য করেছে। এই কারণে মহানবী (সা.) তাকে মুকাররেন অর্থাৎ শিকলাবদ্ধকারী উপাধি দিয়েছেন। অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, বদরের যুদ্ধে হযরত আব্বাসকে যিনি বন্দি করেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত আবুল ইয়াসের কাব বিন আমর। হযরত উবায়েদ বিন অউস হযরত উমায়মা বিনতে আননুমানকে বিয়ে করেন। হযরত উমায়মাও মহানবী (সা.) এর ওপর ঈমান আনেন এবং তাঁর হাতে বয়আতের কল্যাণে ভূষিত হন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরের। তার কথা পূর্বে এক সাহাবীর স্মৃতিচারণে উল্লেখ হয়েছেযিনি তার দলের নেতা ছিলেন এবং আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরের নায়েব ছিলেন। তিনি সেই সত্তর জনআনসারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় উপস্থিত ছিল। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ওহুদের যুদ্ধে তিনি শাহাদতের সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত আবুল আস, যিনি মহানবী (সা.) এর কন্যা হযরত যয়নবের স্বামী ছিলেন, বদরের যুদ্ধে মুশরেকদের পক্ষে যোগদান করেন। আর তাকে গ্রেপ্তার করেন হযরত

আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের। এর বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নাবিঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, মহানবী (সা.) এর জামাতা হযরত আবুল আস বদরের বন্দিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার মুক্তিপণ হিসেবে তার স্ত্রী হযরত যয়নব অর্থাৎ মহানবী (সা.) এর কন্যা, যিনি তখনো মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন, কিছু জিনিসপত্র পাঠিয়েছেন, সেসবের মাঝে তার একটি হারও ছিল। এটি সেই হার ছিল যা হযরত খাদিজা তার কন্যাকে উপহার স্বরূপদিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) যখন এই হার দেখেন তখন মরহুমা খাদিজার স্মৃতি তাকে বেদনাতুর করে তোলে,তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। তিনি সাহাবীদের বলেন, যদি তোমরা চাও তাহলে যয়নবের জিনিস তাকে ফেরত দিয়ে দাও। সাহাবীরা মহানবী (সা.) এর ইশারার অপেক্ষায় ছিলেন। যয়নবের সম্পদ তাৎক্ষণিকভাবে তাকে ফেরত দেয়া হয়। মহানবী (সা.) নগদ ফিদিয়ার জায়গায় আবুল আসের সাথে এই শর্ত নির্ধারণ করেন যে, তিনি মক্কায় গিয়ে যয়নবকে মদিনায় পাঠিয়ে দিবেন। আর এভাবে একজন মুমিন কুফর বা অবিশ্বাসের কেন্দ্রভূমি থেকে মুক্তি পায়। কিছুকাল পর আবুল আসও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মদিনায় হিজরত করেন। আর এভাবে তারা স্বামী স্ত্রী পুনরায় একত্রিত হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও এই ঘটনা সম্পর্কে বিশদ আলোচনার অবতারণা করেছেন, অর্থাৎ ওহুদ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন, যেসব সাহাবী মহানবী (সা.) এর চতুর্পাশে ছিলেন এবং যারা কাফের বাহিনীর তোড়ে পিছনে সরতে বাধ্য হয়েছিলেন, কাফেরদের পিছনে সরে যেতেই তারা পুনরায় মহানবী (সা.) এর চতুর্পাশে সমবেত হয়ে যান। তাঁর পবিত্র দেহকে তারা উঠান, আর একজন সাহাবী হযরত উবায়দা বিন আলজাররাহ তার মাথায় ঢুকে যাওয়া পেরেক নিজের দাত দ্বারা টেনে বের করেন, যার ফলে তার দুটো দাত ভেঙে যায়। স্বল্পক্ষণ পরেই মহানবী (সা.)এর চেতনা ফিরে আসে। আর সাহাবীরা যুদ্ধক্ষেত্রের চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করেন যেন মুসলমানরা পুনরায় সমবেত হয়। পশ্চাদপসরণকারী মুসলমান বাহিনী পুনরায় একত্রিত হওয়া আরম্ভ হয়। তাদেরকে সাথে নিয়ে মহানবী (সা.)পর্বত পাদদেশে চলে যান। মুসলমান বাহিনীর অবশিষ্ট অংশ যখন পাহাড়ের পাদদেশে দণ্ডায়মান ছিল, আবু সুফিয়ান চিৎকার করে আর বলে যে, আমরা মুহাম্মদকে হত্যা করেছি। মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ানের কথার উত্তর দেন নি। যেন কোথাও এমনটি না হয় যে, বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে শত্রু আবার হমলা করে বসে, কেননা মুসলমানরা তখন দুর্বল অবস্থায় ছিল, আর ক্ষতবিক্ষত মুসলমানরা পুনরায় শত্রুর আক্রমণের শিকার না হয়ে যায়। ইসলামী বাহিনীর পক্ষ থেকে এ কথার কোন উত্তর না পেয়ে আবু সুফিয়ানের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তার ধারণা সঠিক। আর সে অতি উচ্চ স্বরে বলে যে, আমরা আবু বকরকেও হত্যা করেছি। মহানবী (সা.) আবু বকরকেও কোন উত্তর দিতে বারণ করেন। এরপর আবু সুফিয়ান বলে যে, আমরা ওমরকেও হত্যা করেছি। তখন হযরত ওমর, যিনি খুবই গরম স্বভাবের ছিলেন, উত্তরে এটি বলতে চেয়েছিলেন যে, আমরা খোদার কৃপায় জীবিত আছি আর তোমাদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত আছি, কিন্তু মহানবী (সা.) নিষেধ করেন যে, মুসলমানদেরকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিও না, নীরব থাক। এতে অবিশ্বাসীদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, আমরা ইসলামের প্রতিষ্ঠাতাকেও হত্যা করেছি আর তার ডান এবং বাম বাহুও কেটে দিয়েছি। তখন আবু সুফিয়ান এবং তার সাথিরা আনন্দের আতিশয্যে নারাহ্ উচ্চকিত করে যে, ইয়া ওলো হোবল, অর্থাৎ আমাদের সম্মানিত প্রতিমা হোবলের জয় হোক, কেননা সে আজকে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, সেই মহানবী (সা.), যিনি তার নিজের মৃত্যুর ঘোষণা, আবু বকরের মৃত্যুর ঘোষণা আর ওমরের মৃত্যুর ঘোষণা শুনেও নীরব থাকার নসীহত করছিলেন, যেন আহত মুসলমান বাহিনীর ওপর কাফের বাহিনী হামলা না করে বসে, আর মুষ্টিমেয় মুসলমানরা তাদের হাতে শহীদ না হয়ে যায়। কিন্তু এখন এক-অদ্বিতীয় খোদার সম্মানের যখন প্রশ্ন উঠে আর যুদ্ধক্ষেত্রে শিরকের নারাহ্ উচ্চকিত করা হয় তখন তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে যায়। তিনি গভীর আবেগ ও উত্তেজনার সাথে সাহাবীদের প্রতি তাকিয়ে বলেন, তোমরা উত্তর দিচ্ছ না কেন। সাহাবীরা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা কী বলব? তিনি বলেন যে, বল! **আল্লাহু আলা ও আজাল, আল্লাহু আলা ও আজাল**। তোমরা মিথ্যা বলছ যে, হোবলের মান সমুন্নত হয়েছে। **আল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীক**ই মহাসম্মানিতএবং তাঁর মহিমাই সমুন্নত। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় আরো বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖۤ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ অর্থাৎ যারা এই রসূলের নির্দেশের বিরোধিতা করে, তাদের ভয় করা উচিত যে, কোথাও তাদের ওপর খোদার শাস্তি না নেমে আসেবা কোথাও তারা কোন যন্ত্রনাদায়ক শাস্তিতে না নিপতিত হয়। যেমন দেখ! ওহুদের যুদ্ধে এই নির্দেশ অমান্য করার কারণে ইসলামী বাহিনীর কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে! মহানবী (সা.) একটি পাহাড়ি গিরিপথের সুরক্ষার জন্য ৫০ জন সৈন্য মোতায়েন করেছিলেন আর এই গিরিপথ (কৌশলগত দিক থেকে) এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তিনি তাদের অফিসারকে ডেকে বলেন যে,

আমরা মারা যাই বা বিজয়ী হই, তোমরা এই গিরিপথ ছাড়বে না। কিন্তু অবিশ্বাসীরা যখন পরাজিত হয় আর মুসলমানরা তাদের পিছুধাওয়া আরম্ভ করে তখন এই গিরিপথে যেসব সিপাহীরা মোতায়েন ছিল তারা তাদের অফিসারকে বলে যে, বিজয় ইতোমধ্যে হস্তগত হয়েছে, আমাদের এখানে থাকা অর্থহীন। আমাদের অনুমতি দিন যেন আমরাও জিহাদে যোগদানের পুণ্য লাভ করতে পারি। তাদের অফিসার তাদেরকে বুঝান যে, দেখ! মহানবী (সা.) এর নির্দেশ লঙ্ঘন করো না। মহানবী (সা.) বলেছিলেন, বিজয় হোক বা পরাজয়, তোমরা এই গিরিপথ পরিত্যাগ করবে না। তাই আমি তোমাদের যাওয়ার অনুমতি দিতে পারি না। মানুষ অর্থাৎ তার সাথিরা বলে যে, মহানবী (সা.) এর কথার অর্থ এটি ছিল না যে, বিজয় লাভ হলেও তোমরা এখান থেকে নড়বে না। তাঁর কথার উদ্দেশ্য ছিল শুধু জোর দেয়া। এখন যেহেতু ইতোমধ্যেই বিজয় লাভ হয়েছে, তাই এখানে এখন আমাদের আর কাজ কি। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লিখেন, তারা খোদার রসূ লের নির্দেশের ওপর নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দিয়ে সেই গিরিপথ ছেড়ে দেয়। শুধু তাদের অফিসার এবং কয়েকজন সিপাহী অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের এবং তার কয়েক সাথি রয়ে যান। কাফের বাহিনী যখন মক্কার দিকে ফিরে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ খালিদ বিন ওয়ালিদ পিছনে ফিরে তাকান আর গিরিপথ খালি দেখেন। তিনি আমর বিন আল আস-কে ডাকেন, তারা উভয়ে তখনো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নি, আর বলেন যে, দেখ কত বড় সুবর্ণ সুযোগ!আস আমরা পুনরায় মুসলমানদের ওপর হামলা করি। অতএব উভয় সেনাপতি তাদের পলায়নপর সৈন্যদের জড়ো করে এবং ইসলামী বাহিনীর বাহু কর্তিত করে পাহাড়ে আরোহন করে। আর গুটিকতক মুসলমান, যারা সেখানে উপস্থিত ছিল আর শত্রুদের মোকাবিলার শক্তি রাখতো না, তাদেরকে তারা টুকরো টুকরো করে দেয় আর পেছনের দিক থেকে ইসলামী বাহিনীর ওপর হামলা করে বসে। কাফেরদের এই হামলা এত আকস্মিক ছিল যে, মুসলমান, যারা বিজয়-উল্লাসে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা শত্রুর সামনে দাঁড়াতে পারে নি। কেবল গুটিকতক সাহাবী ছুটে এসে মহানবী (সা.) এর চতুর্পাশে সমবেত হন, যাদের সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ বিশ জন। কিন্তু এই গুটিকতক ব্যক্তির জন্য কতক্ষণশত্রুর মোকাবেলা করা সম্ভব ছিল! অবশেষে কাফের সৈন্যদের এক ঢেউয়ের তোড়ে মুসলমান নী পিছনে যেতে বাধ্য হয়। আর রণক্ষেত্রে মহানবী (সা.) নিসঙ্গ থেকে যান। সে অবস্থায় তার শিরস্ত্রাণে একটি পাথর লাগে, যে কারণে শিরস্ত্রাণের কিলক তার মাথায় ঢুকে যায়। তিনি চেতনা হারিয়ে একটি গর্তে পড়ে যান। যেভাবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, একজন সাহাবী সেই কিলক বের করেন, আর তার দাতও ভেঙে যায়।

হুজুর (আই.) বলেন, এখানে আহমদীদের জন্য একটি শিক্ষনীয় দিক রয়েছে, আর এটি একটি সতর্কবানী যে, মসীহ্ মওউদ (আ.) কে গ্রহণ করার পর পূর্ণ আনুগত্যই সাফল্য এবং বিজয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করবে। অতএব সবার নিজ নিজ অবস্থা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে যে, সে আনুগত্যের কোন মানে রয়েছে। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের এবং তার সাথিদেরকে বিশ্বস্ততার সাথে নির্দেশের বা আদেশের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব অনুধাবনকারী বানিয়েছিলেন, আমাদেরকেও তৌফিক দিন যেন আমরাও সেভাবে আদেশ বা নির্দেশকে অনুধাবনকারী আর পূর্ণ আনুগত্যকারী হতে পারি। আর এভাবে সবসময় খোদার কৃপার উত্তরাধিকারী হতে থাকি।

এরপর হুজুর বলেন, নামাযের পর আমি এক ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াব, যা কানাডার নাদের আলহুসনি সাহেবের জানাযা। তিনি ২০ ডিসেম্বর ৮৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন **ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন**। মরহুম একজন পুণ্যবান, নিবেদিত প্রাণ এবং ভদ্র মানুষ ছিলেন। তার আর্থিক কুরবানী ছিল উন্নত মানের। মরহুম একজন মূসী ছিলেন। তার ছেড়ে যাওয়া আত্মীয়স্বজনের মাঝে রয়েছেন স্ত্রী এবং পুত্র, যারা আহমদী নয়। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আর তার পুত্র এবংস্ত্রীকেও তৌফিক দিন যেন তারাও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আর তাদের পক্ষে মরহুমের সব দোয়া গৃহীত হোক।

Khulasa Khutba (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 28 December 2018

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B